যুগান্তর

তারিখ 07 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

অর্থ কেলেংকারি

শাবিতে এক শিক্ষক বহিষ্কার আরেকজনের পদাবনতি

শাবি প্রতিনিধি

অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর পাইয়ে দেয়ার অভিযোগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুত ও অপর শিক্ষককে পদাবনতি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৩৮তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিবিএ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেলায়েত হোসেনকে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর পাইয়ে দেয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকসুলভ আচরণ না করাসহ মাদকাসক্তের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একই বিভাগের অপর সহকারী অধ্যাপক মাজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ থাকলেও তার একাডেমিক বিষয়াদি ও শিক্ষকসুলভ আচরণের কথা বিবেচনা করে তাকে চাকরিচ্যুত না করে সহকারী অধ্যাপকের পদ থেকে পদাবনতি করে প্রভাষক করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দু'বছর পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ দু'বছর বিভাগীয় প্রধান ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদের ডিনের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক মন্তব্য না পেলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানা যায়, গত বছর ২৪ জুলাই বিবিএ বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী ওই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেলায়েত হোসেন ও মাজহারুল ইসলাম মজুমদারের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে নম্বর পাইয়ে দেয়ার অভিযোগ তোলে। পাশাপাশি এ দু'শিক্ষকের বিরুদ্ধে মাদক গ্রহণসহ ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে অশিক্ষকসুলভ আচরণের অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলামকে অবহিত করলে তিনি বিষয়টি রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— লাইফ সাইন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. হাবিবুল আহসান ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. কামাল আহমেদ চৌধুরী।

এতে অভিযুক্ত দু'শিক্ষক মাজহারুল হাসান মজুমদার ও মোঃ বেলায়েত হোসেনকে অবিলম্বে পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করায় পরীক্ষা সংক্রান্ত সব দায়িত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তাদের। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত দুই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে টাকা আদায় করতেন। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, অনেক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিচিতজনের কাছ থেকেও টাকা নিয়ে ফেরত দেননি।